

# ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

65784 - জন্ম নরিোধক বড়ি ব্যবহারের কারণে যে নারীর হায়যে অনিয়মতি তিনি নামায-রোযার ক্ষতেরে কী করবনে?

প্রশ্ন

কয়কে বছর আগে আমি বালগে হওয়ার কয়কে মাস পর আমার পরিবার হজ্জে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে। সফরেরে নরিদষ্টি তারখিরে কয়কেদনি আগে আমার হায়যে শুরু হয়। তখন আমি আমার মাকে হায়যে বন্ধেরে বড়ি খাওয়ার কথা বলি এবং বড়ি খাই। সে ঘটনার পর থেকে আমার হায়যে অনিয়মতি। এমনকি কয়কে মাস আমার হায়যে হয় না। কখনও কখনও হায়যে শুরু হলে আর থামে না। এ বছর রমযান মাসেরে ১০ দনি বা ১১ দনি আগে আমার হায়যে শুরু হয়েছে। খুবসম্ভব ৯ দনিরে মাথায় আমি গোসল করছে। খয়োল করলাম দুইদনি পর পুনরায় হায়যে হচ্ছে। আমার দাদী আমাকে জানালনে যে, আমি যনে রমযানরে প্রথম রোযা না রাখি। রমযান মাসেরে প্রথম দুইদনিরে রোযা আমি রাখনি। এরপর গোসল করে তৃতীয় দনি থেকে রোযা ধরছে; যদিও রক্তস্রাব অব্যাহত আছে। এর কারণ হল আমার মনে হয় আমি একটি হাদসি পড়ছে যি, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তুলা বা মোটা কাপড় ব্যবহার করে নামায পড়ার অনুমতি দিয়েছেন। কনেনা এটি হায়যেরে রক্ত নয়। আশা করি আপনারা স্পষ্টভাবে বলবনে যে, আমি কী করব?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

কোন নারীর হায়যে থেকে পবতির হওয়ার আলামত দুইটি: সাদাস্রাব নরিগত হওয়া। কথিবা স্থানটি শুকয়ি যাওয়া ও রক্তস্রাব পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যাওয়া। এমনটি ঘটলে সে নারী নামায পড়বনে ও রোযা রাখবনে। যদি পুনরায় রক্তস্রাব শুরু হয় তাহলে সেটো হায়যে; ইস্তহিয়া নয়। তবে রক্ত যদি সার্বক্ষণিক অব্যাহত থাকে কথিবা অল্প কিছু সময় ছাড়া সবসময় অব্যাহত থাকে তাহলে সেটো ইস্তহিয়া। শাইখ উছাইমীন (রহঃ) এ ফতোয়াই দিয়েছেন যমেনটি আছে 'ফাতাওয়াল মারআ আল-মুসলমি (পৃষ্ঠা- ২৭৫)।

দুই:

# ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

পূর্ববক্ত আলোচনার প্রক্ষেপে যে দনিগুলোতে রক্তস্রাব অব্যাহত থাকা অবস্থায় আপন রোযা রেখেছেন সে দনিগুলোর রোযা কাযা পালন করা আপনার উপর আবশ্যিক হবে; যদি মাসের অবশিষ্ট দনিগুলোতে রক্তস্রাব অব্যাহত না থাকে।

তনি:

যদি বরিতহীনভাবে রক্তস্রাব অব্যাহত থাকে তাহলে আপনি ইস্তহিয়াগ্রস্ত। পরবর্তী মাসে আপনার করণীয়:

১। আপনি আপনার হায়যের পূর্ব যে অভ্যাস রয়ছে সে সংখ্যক দনি হায়যে হিসেবে কাটাবেন। এরপর গোসল করে নামায পড়বেন। ইস্তহিয়া; আপনি যমেনটি উল্লেখ করেছেন নামায ও রোযা পালনে বাধা দেয় না। কিন্তু তুলা বা মোটা কাপড় ব্যবহার করবেন; যাতে করে রক্ত ছড়িয়ে না পড়ে এবং কাপড় বা নামাযের স্থান নষ্ট না হয়।

২। যদি হায়যের পূর্ব কোন অভ্যাস না থাকে তাহলে এক রক্ত থেকে আরকে রক্তের পার্থক্য নির্ণয় করার মাধ্যমে আপনাকে হায়যে ও ইস্তহিয়া চিনতে হবে। হায়যের রক্ত হচ্ছে কালচে (গাঢ়), ঘন, দুর্গন্ধযুক্ত; হায়যের রক্তপাতের সাথে সাধারণতঃ ব্যথা থাকে। আর অন্য রক্ত হচ্ছে ইস্তহিয়া।

৩। যদি পার্থক্য নির্ণয় করা না যায় তাহলে আপনি ছয়দিন বা সাতদিন হায়যে পালন করবেন। কেননা অধিকাংশ নারীদের এটাই হায়যের ময়োদ। এরপর গোসল করে নামায পড়বেন।

ইস্তহিয়াগ্রস্ত নারী: আর উপর প্রত্যকে ফরয নামাযের জন্য ওয়াক্ত প্রবেশ করার পর ওযু করা আবশ্যিক। এ ওযু দিয়ে যত খুশি নিফল নামায পড়তে পারবেন।

আরও জানতে দেখুন: [68818](#) নং প্রশ্নোত্তর।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।